জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ১৯৭৬ সালে তৎকালীন "জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের" সংযুক্ত বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এর কর্মযাত্রা শুরু করে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ ও প্রেরণের লক্ষ্যে এ ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিএমইটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োগ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান, অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ ও দক্ষতা, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিএমইটির অর্জন:

- ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বিএমইটি মাত্র ৬০৮৭ জন কর্মী প্রেরণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করলেও ২০১৭ সালে এ সংখ্যা ১০,০৮,৫২৫ জনে উন্নীত হয়। শুরু হতে এ পর্যন্ত (আগস্ট/২০২১) পর্যন্ত মোট কর্মী প্রেরণের সংখ্যা ১৩,২৯২,৭৪৩ জন।
- মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে কর্মী প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত উন্মুক্ত হলেও বর্তমানে বিশ্বের ১৭৬ টি দেশে বাংলাদেশ হতে কর্মী গমন করছে।
- মাত্র ০৫টি ডিইএমও মাধ্যমে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে ৪২ টি ডিইএমও এবং ০৪টি বিভাগীয় অফিস স্থাপন করা হয়েছে।
- ১৯৭৬ সালে বিএমইটি'র প্রতিষ্ঠালগ্নে ১টি আইএমটি ও ২টি টিটিসি ছিল। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ০৬টি আইএমটিএবং ৬৪টি টিটিসিতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে ।
- বিএমইটির আওতায় বর্তমানে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিয়ারিং, এসএসি ভোকেশনাল ও দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৫৫টি ট্রেডে উন্নীত করা হয়েছে।
- বিদেশ ফেরত কর্মীদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মসংস্থান সৃষ্টি, পুনঃকর্মসংস্থানসহ দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আরপিএল সনদায়ন করা হচ্ছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ ফেরত কর্মীদের আত্মকর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন ঋণ প্রদানের জন্য দু দফায় ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিদেশ ফেরত কর্মীদের রিইন্ট্রিগ্রেশনের জন্য ৪২৭ কোটি টাকা একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

- ১৯৭৮ সালে মাত্র ০৭টি রিক্রুটিং লাইসেন্সে এর মাধ্যমে বিদেশে কর্মী প্রেরণ শুরু হলেও বর্তমানে ১৫৬৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করা হয়ে থাকে।
- ১৯৭৬ সালে অর্জিত রেমিট্যান্স এর পরিমান ছিল ২৩.৭১ মিলিয়ন ইউএস ডলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে অর্জিত রেমিট্যান্স এর পরিমান ২৪৭৭৭.৭১ মিলিয়ন ইউএস ডলার উন্নীত হয়েছে।
- অভিবাসী কর্মীর সমস্যা সমাধানে বিএমইটিতে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল চালু করা হয়েছে। উক্ত সেলের মাধ্যমে ২০২০ সালে মোট ক্ষতিপূরণ আদায় হয় ২,৪০,৪১০৪৮ টাকা ।
- কর্মীর সমস্যা সমাধানে গন্তব্য দেশে ৩০টি শ্রম কল্যাণ উইং স্থাপন করা হয়েছে।
- বিএমইটি কার্যালয়কে ১৯৮৪ সালে কাকরাইলে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে।

- বিএমইটিকে ব্যুরো হতে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ৩৭টি পদের জনবল দিয়ে বিএমইটির যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে জনবলের সংখ্যা ৪৮১৬ টি পদে উন্নীত হয়েছে।
- অভিবাসন সংক্রান্ত সেবা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিএমইটি হতে মাঠ পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ।
- যে সকল জেলায় ডিইএমও নেই এমন ২২ টি জেলায় ডিইএমও স্থাপনের জন্য পদ সৃজন।
- বিএমইটি আইটি উইং এর জন্য ১৮টি পদ সৃজন।
- যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিব বর্ষ উদযাপনসহ এ উপলক্ষে বিএমইটি'র আওতাধীন ০৬টি আইএমটি, ৫১টি টিটিসি এবং ৩০টি ডিইএমওতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন ।
- বিদেশগামী এবং বিদেশফেরত কর্মীদের জন্য বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত পৃথক ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও বিদেশগামী কর্মীদের ডাটাবেজে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য আমি প্রবাসী অ্যাপ চালু।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ প্রণয়নসহ এর অধীনে পৃথক তিনটি বিধিমালার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- অভিবাসন প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা এবং শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০০৬ এবং তৎপরবর্তীতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ এর আলোকে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- আইএসও সনদ ৯০০:২০১৫ অর্জন।
- ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বীকৃতি স্বরুপ ই-এশিয়া এওয়ার্ড লাভ।
- উদ্ভাবনী/ডিজিটাল মেলায় ৫৪ টি জেলায় ১ম স্থান অর্জন।
- সোনার মানুষ সম্মাননা অর্জন।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার অর্জন।
- ই- ফাইলিংয়ে শ্রেষ্ঠ দপ্তরে সম্মাননা অর্জন।
- করোনা কালীন বিদেশগামী কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোভিড-১৯ ভ্যকসিন প্রদান কার্যক্রমে বিএমইটি আওতাধীন অফিসসমূহ ব্যপকভাবে সম্পৃক্ত থেকে টিকা গ্রহণের জন্য বিএমইটি'র ডাটাবেজে রেজিস্ট্রেশন করছেন। এর ফলে ০১/০৭/২০২১ হতে ২১/০৮/২০২১ পর্যন্ত মোট ২,৪১,২২০ জন বিদেশগামী কর্মী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।
- বিদেশগামী কর্মীদের কোভিড টেস্ট পরীক্ষার ফি ৩০০ টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী কর্মীদের বিমান বন্দরে কোভিড -১৯ পরীক্ষার ফি এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে।